প্রক্রিয়া।

● **শিক্ষাদর্শন ঃ** দর্শনের একটি প্রয়োগমূলক শাখা হল শিক্ষাদর্শন (Educational Philosophy) যা শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, পদ্ধতি, শিক্ষকের ভূমিকা, শৃঙ্খলা, মূল্যায়ন, বিদ্যালয়ের পরিবেশ ইত্যাদির সম্পর্কে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে। তাই আধুনিক শিক্ষাবিদগণ মনে করেন যে, শিক্ষার বিভিন্ন দিকের সমস্যার সমাধান শিক্ষাক্ষেত্রে দর্শনের নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

শিক্ষাবিদ **জন ডিউই** (John Dewey) বলেছেন, "Educational philosophy is the most significant phase of Philosophy, for it is through the process of education that knowledge is obtained." অর্থাৎ, শিক্ষাদর্শন হল দর্শনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক যার ফলে শিক্ষা প্রক্রিয়া দ্বারা জ্ঞান অর্জিত হয়ে থাকে।

সুতরাং, মানবজীবনের লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে দার্শনিক নীতির প্রয়োগকে শিক্ষাদর্শন বলে।

## 4.2 শিক্ষাদর্শনের প্রকৃতি (Nature of Educational Philosophy)

দর্শন জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে, শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটে। দর্শন ও শিক্ষা ব্যক্তিজীবনের মাধ্যমে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়েছে। জীবনদর্শন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে গড়ে উঠেছে শিক্ষাদর্শন। শিক্ষাদর্শনের যে সকল প্রকৃতি দেখা যায় তা নীচে আলোচনা করা হল—

### ■ শিক্ষাদর্শনের প্রকৃতি

(1) **জীবনের মৌলিক নীতি নির্ধারণ ঃ** শিক্ষাদর্শনের মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনের মৌলিক নীতিগুলি নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই নীতিকে ভিত্তি করে শিক্ষা পরিচালিত হয়।

(2) **প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান ঃ** শিক্ষাদর্শন, দর্শনের একটি প্রয়োগমূলক শাখা বা বিজ্ঞান। শিক্ষাদর্শনের সাহায্যে শিক্ষায় দর্শনের নীতিগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটে।

(3) **ব্যক্তি ও সমাজজীবন কেন্দ্রিক ঃ** শিক্ষাদর্শন ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলে ব্যক্তির উপর যেমন গুরুত্ব প্রদান করা হয় তেমনি সমাজের সকল দিকের উপরও গুরুত্ব দান করা হয়।

(4) **বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণধর্মী ঃ** শিক্ষাদর্শন বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণধর্মী হওয়ায় শিক্ষার নানান সমস্যাগুলির যেমন বিশ্লেষণ ঘটে তেমনি তার সমাধানের জন্য নতুন নতুন বিষয়ের সংশ্লেষণ দেখা যায়।

(5) **গতিশীল প্রক্রিয়া ঃ** শিক্ষাদর্শন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে প্রতিনিয়ত এর পরিবর্তন ঘটে চলেছে। গতিশীলতাই ব্যক্তি ও সমাজকে আরও গতিশীল করে তুলেছে।

(6) **জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও উন্নয়ন ঃ** শিক্ষাদর্শনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও তার উন্নয়ন। এর মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনের লক্ষ্য যেমন নির্ধারিত হয় তেমনি তার পরিপূর্ণ বিকাশও ঘটে।

## 4.3 শিক্ষাদর্শনের পরিধি (Space of Educational Philosophy)

সকল দর্শন সম্প্রদায়ের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্ব দিয়ে এবং ব্যক্তি ও সমাজের সকল দিকের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক কার্যাবলি শিক্ষাদর্শনের পরিধি বা বিষয়বস্তু (Scope or Subject matter) হিসেবে নির্ধারিত হয়ে থাকে। শিক্ষাদর্শনের পরিধি বা বিষয়বস্তু নীচে আলোচনা করা হল—

### ■ শিক্ষাদর্শনের পরিধি

(1) **শিক্ষার লক্ষ্য ঃ** ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদাকে কেন্দ্র করে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। শিক্ষার লক্ষ্য কী হবে পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী স্থির করতে শিক্ষাদর্শন সাহায্য করে। তাই এটি শিক্ষাদর্শনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

(2) **পাঠক্রম ঃ** শিক্ষার লক্ষ্যকে ভিত্তি করে শিক্ষার পাঠক্রম বা বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়ে থাকে। পাঠক্রম নির্ধারণে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ প্রভাব রয়েছে। তাই শিক্ষাদর্শনের আলোচ্য বিষয় হল পাঠক্রম।

(3) **শিক্ষণ পদ্ধতি ঃ** শিক্ষাদর্শনের পরিধির অন্তর্ভুক্ত হল শিক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি। দার্শনিক প্রভাবের দ্বারা শিক্ষণ পদ্ধতি অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও ফলপ্রদ হয়ে উঠে।

(4) **শিক্ষক ঃ** শিক্ষার সক্রিয় একটি উপাদান হল শিক্ষক। শিক্ষক শিক্ষণ পদ্ধতি পরিচালিত করে থাকেন, অর্থাৎ শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা কেমন হবে, তা দর্শন দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। তাই শিক্ষক সম্পর্কে আলোচনা শিক্ষাদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

(5) **শিক্ষার্থী ঃ** আধুনিক শিক্ষা হল শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা, অর্থাৎ শিক্ষাজগতের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে শিশু। শিশুকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা পরিচালিত হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর শিক্ষা পরিচালনায় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ প্রভাব রয়েছে।

(6) **পাঠ্যপুস্তক ঃ** পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণে শিক্ষাদর্শন নির্দেশনা দিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর বয়স ও সামাজিক চাহিদা ইত্যাদিকে গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়।